ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ

মরিয়ম জামিলা

ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ

মরিয়ম জামিলা

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

www.pathagar.com

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ১৬

৫ম প্রকাশ

মহররম	১৪২৬
ফাল্গুন	১৪১১
মার্চ	২০০৫

নির্ধারিত মূল্য ঃ ৫.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ISLAM-O-JATEEOTABAD by Moreom Jamela. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Fixed Price : Taka 5.00 Only.

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ

আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ (স) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, কিয়ামতের আগে মুসলমানরা জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইহুদী এবং খৃষ্টানদের অনুকরণ করবে। এ ভবিষ্যদ্বাণী কার্যকর হয়েছে। বিধর্মীদের অনুকরণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে জ্বলন্ত উদাহরণ হচ্ছে বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্বের জায়গায় আধুনিক, ভৌগলিক, বর্ণ ও ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাকে স্থান দেয়া। সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ বিশ্ব মুসলিম সংহতির পক্ষে যেরূপ ক্ষতির কারণ হয়েছে ঠিক তেমনি ঈমানকে আরেকটি জাতীয়তাবাদ হিসেবে দেখার প্রবণতা দেখা দিয়েছে। নতুন 'ইসলামী' জাতীয়তা জোর দিচ্ছে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের খারাপ দিক, অমুসলমানদের হাতে মুসলিম সংখ্যালঘুদের দুঃখ-দুর্দশা সর্বোপরি অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা ও পশ্চিমী ধারায় সামাজিক 'অগ্রগতি'র ওপর। এ ব্যাপারে মুসলিম জাতীয়তা-বাদীদের ধারণা ইসলাম মুসলমানদের তাৎক্ষণিক বস্তুগত কল্যাণের নিমিত্তে অপর একটি রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পদ্ধতি। তারা কখনো খোদাভিত্তিক শেষ বিচারের দিন বা পারলৌকিক জীবনের কল্যাণ-অকল্যাণের কথা বলে না। অমুসলমানদের হাতে সংখ্যালঘু মুসলমানদের অত্যাচার, ফিলিস্তিন ও কাশ্মীরের মুসলমানদের দুঃখ-দুর্দশার কথা বলার পরক্ষণই তারা শিল্পোৎপাদনে ক্ষতি করে রোযা রাখার নিন্দা করে, ঈদুল আযহার দিনে পশু জবাই করে আর্থিক ক্ষতির কথা বলে এবং

www.pathagar.com

বৈদেশিক মুদ্রার 'নিদারুণ' ঘাটতির অজুহাতে হজ্জযাত্রীর সংখ্যা কমিয়ে দেয়ার পরামর্শ দেয়। এরপরও তারা সদম্ভে বলে থাকে যে, আমরা মুসলমান। মুসলিম জাতীয়তাবাদীদের কাছে ইসলাম কোনো ধর্ম নয়—আরেকটি রাজনৈতিক শ্লোগান।

ইখওয়ানুল মুসলিমুনের নেতা ডঃ সাঈদ রমযান পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন ঃ মুসলিম জাতীয়তাবাদীরা কোনো সময় বংশগত বিরোধ বা উগ্র স্বদেশপ্রেমিক এবং কোনো সময় ইসলামের রাজনৈতিক ঐতিহ্যের মধ্যে তাদের আবেগের স্ফুরণ দেখতে পান। বস্তুত এটা এ সবের সমষ্টি হতে পারে। এ ধরনের আন্দোলন যদি সফল হয় 'ইসলামবাদ' আরেকটি উগ্রতায় রূপ নেবে। এটা তখন একটি নতুন ধরনের জাতীয়তার জন্ম দেবে। এখন পর্যন্ত আমাদের দাবী হচ্ছে—আমরা মিসরী বা সিরীয় বা আরব অথবা অনারব। এখন আমরা বলতে শুরু করেছি 'আমরা মুসলমান'। এ ধরনের আন্দোলনের সাফল্যের অর্থ ইসলামের সাফল্য নয় ঃ.......................... এটা কেবলমাত্র স্বদেশপ্রেমে অন্ধ আরেকটি দল সৃষ্টি যা ইসলামী নয়। ইসলাম বিশ্বপ্রভু আল্লাহর কাছে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণের নাম। জীবনের সবদিককে আল্লাহর আদেশের কাছে সোপর্দ করার নাম । এটা না হলে মুসলমানদের কোনো ঐক্যই ইসলামী জামায়াত হতে পারে না।[১]

---

1. "Contemporary Islam and Nationalism-A case study of Egypt". Zafar Ishaq Ansari, The world of Islam vol. VII. No 1-4 E J. Brill, Leiden p. -16.

www.pathagar.com

ইসলামের ইতিহাসের পুনর্মূল্যায়ণের প্রয়োজনীয়তা

ইসলামী জ্ঞানের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হচ্ছে কুরআনের ভিত্তিতে ইসলামের ইতিহাসের পুনর্মূল্যায়ণ। অতীতের মুসলিম সভ্যতার ব্যাপারে যেসব ব্যাখ্যা বর্তমানে চালু রয়েছে, তা ইসলামের জন্য খুবই ক্ষতিকর। আমাদের পণ্ডিতেরা যতদিন এ ধরনের ক্ষমাপ্রার্থী রোমান্টিকতায় নিয়োজিত থাকবেন ততদিন ইসলামী পুনর্জাগরণ মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্থ হবে। ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের আবির্ভাবের পর থেকে মুসলমানরা নিজেদেরকে এতই অপদস্থ ও হীনবল ভাবতে শুরু করেছেন যে, অতীতের কাল্পনিক চিত্র অংকন আমাদের লেখকদের ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। অতীত ঐতিহ্যগাঁথা প্রণয়নে তারা অনেক ক্ষেত্রেই বাড়াবাড়ির পরিচয় দিয়েছেন এবং মুসলিম সাম্রাজ্যের বস্তুগত ও পার্থিব সুখ-সমৃদ্ধিকে ইসলামী সমৃদ্ধি হিসেবে চিত্রিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। তারা কখনো বিষয়টি চিন্তা করে দেখেননি যে, এ পার্থিব উৎকর্ষতা ও শ্রী-বৃদ্ধি ইসলামের কোনো কল্যাণে এসেছে কিনা। পণ্ডিতদের এটা জানা থাকা উচিত ছিল যে, মুসলিম ছদ্মাবরণে বিধর্মী আচরণকে কুরআন নিন্দা করেছে। অতীতের ব্যাপারে আমাদের মতামত পুনর্গঠনে আমাদেরকে এ মুহূর্তে পশ্চিমা ধর্মনিরপেক্ষ ও বস্তুবাদী বিকৃত দৃষ্টিতে ইতিহাসের মূল্যায়ণ বন্ধ করতে হবে। প্রথমত আমাদের স্মরণ রাখা উচিত 'মুসলিম' সংস্কৃতির উদগাতা হিসেবে পরিচিত আলকিন্দি, ইবনে ফারাবী, ইবনে সিনা এবং ইবনে রুশদ প্রাচীন গ্রীক দর্শনের আলোকে ইসলামের ব্যাখ্যা দেয়ার কারণে তাদের যুগের প্রখ্যাত আলেমদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন।

www.pathagar.com

পরবর্তী পর্যায়ে তাঁদের খ্যাতি ইউরোপেই সীমাবদ্ধ ছিল। মুসলিম বিশ্বে তাদের কোনো প্রভাব ছিল না। পশ্চিম দেশীয় প্রাচ্য গবেষকদের দ্বারা নতুন করে পরিচিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বে তাদের নাম-গন্ধও ছিল না। তথাকথিত মুসলিম দর্শন সক্রেটিস, প্ল্যাটো এবং এরিস্টোটলেরই শিক্ষা, ইসলামের সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। বেশ কয়েক শতক ধরে মুসলিম বিশ্বে উন্নতিপ্রাপ্ত বিজ্ঞান এবং গণিত শাস্ত্রের বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য। দুঃখজনক সত্য হচ্ছে মুসলিম নামধারী অধিকাংশ বিজ্ঞানী এবং গণিতশাস্ত্রবিদই মুতাযিলা ঐতিহ্যের অনুসারী। যদিও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে তাদের সাফল্য গ্রীক এবং রোমের প্রাচীন দর্শনেই সীমাবদ্ধ। অবশ্য এ কথার অর্থ এ নয় যে, ইসলাম ঐতিহ্যগতভাবে বিজ্ঞান গবেষণার বিরোধী। এর অর্থ হচ্ছে ঐতিহাসিক ঘটনা পরম্পরায় প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ধর্ম বিরোধী মূল্যবোধের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে। এটা এরূপ হওয়া উচিত ছিল না, কিন্তু হয়ে গেছে।

আমাদের মহান মুজাদ্দিদগণ মুতাযিলাদের দর্শন প্রত্যাখ্যান করলেও পদার্থ বিজ্ঞানে তাদের সত্যিকার অবদানকে অস্বীকার করেননি।

মুসলিম বিজ্ঞানী এমনকি আমাদের শ্রেষ্ঠ মুজাদ্দিদগণও বিজ্ঞানকে গ্রীক দর্শনমুক্ত করে কুরআনের ভিত্তির ওপর স্থাপন করার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবনে ব্যর্থ হয়েছেন। ফলে বিজ্ঞান ইসলামের শত্রুদের হাতে চলে গেছে এবং মুসলিম বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানুষগুলো সুফীবাদ এবং ধর্মতাত্ত্বিক বিচার-বিশ্লেষণে আত্মনিয়োগ করেছেন। এ সুযোগে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ তার উন্নত প্রযুক্তিক সমরাস্ত্রের দ্বারা মুসলমানদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার ও প্রভুত্ব করার সুযোগ পেয়েছে।

www.pathagar.com

আমাদের পণ্ডিত এবং ঐতিহাসিকদেরকে এ বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে। রোমান্টিকতা ও স্বেচ্ছাচারী চিন্তায় কোনো লাভ নেই। অতীতে মুসলিম সংস্কৃতিতে যেসব প্রাচীন ধ্যান-ধারণা অনুপ্রবেশ করেছে তা প্রত্যাখ্যান করতে হবে। কারণ এখানকার ধর্মবিরোধী শক্তির মতই এগুলো ইসলামের সাথে আপোসহীন। শুধুমাত্র বস্তুবাদী মেধা ও পার্থিব সাফল্য না দেখে আমাদেরকে ধর্মনিষ্ঠার বিচারে যারা শ্রেষ্ঠ তাদের কাছ থেকে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রেরণা নিতে হবে।

❐

www.pathagar.com

'প্রগতিবাদ' আমাদের মারাত্মক শত্রু

ধর্মীয় মতবাদকে কোনো কিছু জিজ্ঞেস না করেই 'প্রগতির' দর্শনের কাছে তাকে সমর্থন করা হয়েছে এবং 'প্রগতির' দর্শনই সার্বজনীনভাবে গৃহীত হয়েছে। এ মতবাদের প্রবক্তাদের ধারণা হচ্ছে 'বিবর্তনবাদ' ইতিহাসের অপরিবর্তনীয় আইন। এ কারণে মানবজাতির অব্যাহত অগ্রগতিকে সামগ্রিক বস্তুগত সাফল্যের বিচারে শুধুমাত্র প্রশংসনীয় নয় বরং অনিবার্য হিসেবে ধরে নেয়া হয়। OHIO-র হিব্রু ইউনিয়ন কলেজের ইহুদী ইতিহাসের অধ্যাপক Ellis Rivkin বলেন, "ইহুদীবাদের অগ্রগতির সাধারণ ধারণাই বদ্ধমূল করে যে, কোনো মতবাদ তা যতই ঐশী বলে দাবী করা হোক পরিবর্তিত, উন্নয়নশীল ও অভিনব বিশ্বে যথাযথ থাকতে পারে না। আমাদের আধুনিকতাবাদীরা সর্বান্তকরণে ইসলামের বেলায়ও তা সত্য মনে করেন।"

প্রগতিবাদের দর্শন নিম্নোক্ত অনুমানের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। (১) চার্লস ডারউইনের মতবাদ কোনো প্রকার প্রশ্ন ব্যতিরেকে গ্রহণ। নিম্নশ্রেণীর খুবই ক্ষুদ্র কীট থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে মানুষ জন্ম লাভ করেছে এ ধারণা বদ্ধমূল করে নেয়ার পর মানব দেহের ক্রমবিবর্তনেও বিশ্বাস স্থাপন করতে হয়। (২) ডারউইনের জীবতাত্ত্বিক মতবাদ মানব সমাজের বেলায়ও গ্রহণ করা হয়েছে। (৩) অতএব আধুনিক পশ্চিমা সংস্কৃতিকে অগ্রাহ্য করা বিবর্তনের আইনকে অস্বীকার করার শামিল। প্রগতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রাকৃতিক আইনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বলে ধরে নেয়া হয়েছে। নিম্ন ও আদিম সংস্কৃতি থেকে

www.pathagar.com

অত্যাধুনিক সংস্কৃতিতে উত্তরণ শুধুমাত্র আকাঙ্ক্ষিত নয় বরং প্রকৃতির অপরিবর্তনীয় আইন। সকল পরিবর্তন যখন প্রগতির পথে এক ধাপ অগ্রসর সুতরাং নতুনটাই ভালো এবং পুরাতনকে সমর্থন করার মানে আদিমতায় ফিরে যাওয়া। (৪) আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ঐশী ভিত্তিক সকল ধর্মকে বাতিল করেছে এবং অতীন্দ্রিয় মূল্যবোধকে সেকেলে আখ্যায়িত করেছে। যে সমাজ সকল সময় তাদের যাবতীয় কাজকে ঐশী আইনের দ্বারা পরিচালিত করে সে সমাজের সাংস্কৃতিক বন্ধাত্ব অনিবার্য, কারণ পরিবর্তন ছাড়া প্রগতি অসম্ভব।

প্রগতিবাদ অপশ্চিমী জাতিসমূহকে হতাশ করার জন্য একটি মনস্তাত্ত্বিক হাতিয়ার দ্বারা এ প্রচরাণাকেই বদ্ধমূল করেছে যে, পশ্চিমা সংস্কৃতিরই ভবিষ্যত রয়েছে এবং একে প্রতিহত করার সকল প্রচেষ্টা দুরাশা মাত্র।

প্রগতিবাদ যখন পরিবর্তনকে পূজা করার আহবান জানিয়ে থাকে তার অর্থ হচ্ছে কোনো কিছুই স্থানীয় নয় সেটা চারিত্রিক, নৈতিক বা সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ যা-ই হোক না কেন, কোনো পদ্ধতি যদি ঐশী ভিত্তিক হওয়ার কারণে স্থায়িত্ব বা অবিনশ্বরতা দাবী করে থাকে তবে তা তার অভ্যুদয়ের একটা নির্দিষ্ট সময় বা কালের জন্য। পরবর্তীকালে তা সেকেলে হয়ে যাবে এ দৃষ্টিভঙ্গীতে ইসলামের ইতিহাসের বিকৃতির চেষ্টা করা হয়েছে। বলা হয়েছে মুহাম্মাদ (স)-এর আগমনী বার্তা ইতিহাসে আশার সঞ্চার করেছে। কিন্তু তাঁর আগমনের সাথে সাথে তা শেষ হয়ে গেছে, কারণ মুহাম্মাদ (স) শেষ নবী, তারপর আর কোনো পরিপূর্ণতা আশা করা যায় না। অতএব ইতিহাসকে হয় মুহাম্মাদ (স)-কে অতিক্রম করতে হবে নতুবা তার বক্তব্য অনুসারে চলতে হবে। ইসলামী মতে অতীতের

www.pathagar.com

মধ্যে পরিপূর্ণতা চাইতে হবে। এখনকার সকল কাজ অতীতের আলোকে বিচার করতে হবে। (Ibid p-16) প্রগতিবাদীরা বলে থাকেন। বর্তমান সমাজ নবীর সময়ের সাথে কোনো দিক থেকে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অতএব ইসলাম যুগের অনুপযোগী। আমাদের শরীআতের বিধান আধুনিক জীবনের সাথে সঙ্গতিহীন, ফলে আজকের সমস্যার কোনো সমাধান তাতে পাওয়া যাবে না।

প্রগতিবাদী মূল্যবোধের পরিণতি হচ্ছে স্থিতিশীল বিশ্বে একজনের পরিবেশও স্থিতিশীল থাকে। কিন্তু আজকের পৃথিবীতে পরিবেশ এবং বন্ধুর সীমাহীন ব্যাত্যয় ঘটে। এসব পরিবর্তনের মুখে একজন পুরুষ বা নারীরও পরিবর্তন ঘটতে বাধ্য। তাদের মনোভাব এবং ইচ্ছা প্রতিনিয়তই পরিবর্তিত হচ্ছে। এ বছরের গভীর বিশ্বাস আগামী বছর তামাশায় পরিণত হয়। যার প্রতি আজ আন্তারিকতা ও নিষ্ঠা রয়েছে তা কাল পদদলিত হয়।[১]

অধ্যাপক Wilfred Cantwell Smith-এর মতে, একজন 'প্রগতিবাদী' সামাজিক পরিবর্তনের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং তা করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন অপরদিকে একজন 'প্রতিক্রিয়াশীল' 'প্রগতিকে পরিহার করার জন্য শুধু এর বিরোধিতাই করে না, উপরন্তু পরিবর্তনকে ঠেকানোর জন্য পূর্বেকার সামাজিক বিধানকে সংস্কারের প্রচেষ্টা চালায়। নতুন সমাজে প্রবেশ না করে আদিম সমাজকে আঁকড়ে থাকার চেষ্টা

১. A Study of American Subert, Richard E. Gordon, Katherin K. Gordon and Max Gunther Dell Publishing Company, New York, 1960 p-114.

www.pathagar.com

করে। এ মতানুসারে যারা ইসলামী সমাজকে আঁকড়ে থাকতে চায় তারা 'প্রতিক্রিয়াশীল'।

আমরা যারা ইসলামকে চাই, বিরোধীদের দ্বারা প্রতিক্রিয়াশীল আখ্যায়িত হওয়ায় তাদের ভীত হওয়া উচিত নয়। এ কথা আমাদের বুঝা উচিত এ আখ্যা আমাদের কোনো ক্ষতি করবে না বরং ইসলামকে 'যৌক্তিক' 'আধুনিক' 'বৈজ্ঞানিক' 'গতিশীল' 'উদার' ও 'প্রগতিশীল করে অমুসলিমদের তুষ্ট করার চেষ্টাই আমাদের জন্য ক্ষতিকর। বস্তুবাদী আদর্শের ছত্রছায়ায় ইসলামকে বর্তমান যুগের সাথে খাপ খাওয়ানোর প্রচেষ্টার প্রশ্ন তোলা হলে আমাদেরও পাল্টা প্রশ্ন রাখা উচিত যে, সেখানে অন্যায় কোথায় ? আধুনিকতা সমাজের জন্য ও ব্যক্তি মানুষের জন্য অকল্যাণকর একথা বলার সৎসাহস আমাদের অর্জন করতে হবে। ইসলাম অতীতের, বর্তমানের বা ভবিষ্যতের নয় বরং সকল যুগের। খারাপ বা ভালো সময়, স্থান ও পরিবেশের ওপর নির্ভরশীল নয়। খারাপ খারাপই এবং ভাল ভালই। ইসলামের স্বাধীন, স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবন পদ্ধতিতে আমরা সন্তুষ্ট, কোনো মানব রচিত আদর্শের সাথে তাকে তুলনা করার কোনো প্রয়োজন নেই।

পাঠকদের কাছে এটা পরিষ্কার হয়ে যাওয়া উচিত যে, ইসলামের আত্মরক্ষামূলক ব্যাখ্যা কিভাবে আমাদের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক ধ্বংস ডেকে আনছে। যতই আমাদের এ পথে পা বাড়বে ততই আমরা দুর্বল হবো।

বলা হয়ে থাকে যে, এখন ইসলামের সামাজিক আইনের পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু যতদিন আমরা ইসলামের

www.pathagar.com

নৈতিক ও ধর্মীয় আইন কড়াকড়ি ভাবে অনুসরণ করবো না, ততদিন ইসলামের সামাজিক আইনের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা আশা করা যায় না। অতএব আমরা বিচার করারও ক্ষমতা রাখি না যে, ইসলামের সামাজিক আইন কিভাবে পরিবর্তন করতে হবে বা আদৌ পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে কি না। আমাদের ইজতিহাদের আকাঙ্ক্ষা ইসলামের প্রতি ভালোবাসা প্রসূত নয়। এটা তার প্রতি বদ্ধমূল ঘৃণা এবং অন্য আদর্শের প্রতি ভালোবাসার ফল। এর লক্ষ্য ইসলামের সতিক্যার ভিত্তি আবিষ্কার বা ব্যাখ্যা নয় বরং ইসলামকে অন্য আদর্শের কাছাকাছি আনার জন্য সেসব আদর্শের অনুরাগীদের সন্তুষ্টির জন্য, এটা সত্যিকার ইজতিহাদ নয়। শরীআত থেকে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেও এর প্রকাশ ঘটেনি বরং অন্যান্য আদর্শ থেকে যত বেশী সম্ভব ইসলামের বিকল্প খোঁজ করাই এর লক্ষ্য।

পশ্চিমা সভ্যতা এবং তার সকল উপায়-উপকরণের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের সাহস না থাকলে আমাদের পক্ষে ইসলামী পুনর্জাগরণ অসম্ভব। কোনো মানুষই যেমন একই সাথে দুই প্রভুর গোলামী করতে পারে না, ঠিক তেমনি একই সাথে সম্পূর্ণ বিরোধী দুটি আদর্শের অনুসরণ একজন ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব। তাকে দুটির যে কোনো একটি বাছাই করতে হবে। পশ্চিমা সভ্যতার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ দৈহিক বিচ্ছিন্নতা নয় বরং পূর্ণ নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাধীনতা। ইসলামকে বিদেশী মাপকাঠিতে ব্যাখ্যাদান চিরদিনের জন্য বন্ধ করে আমাদেরকে এ স্বাধীনতা প্রদর্শন করতে হবে। কোনো অমুসলমানের পসন্দ বা অপসন্দের তোয়াক্কা না করে আমাদেরকে নির্ভেজাল ইসলামের হেফাযতের জন্য সংকল্পবদ্ধ হতে হবে। আমাদেরকে এটা অনুধাবন করতে হবে যে, কোনো অমুসলমানের দেয়া

www.pathagar.com

ইসলাম সম্পর্কিত ব্যাখ্যা আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ যে মূল্যবোধের মাপকাঠিতে সে বিচার করে থাকে তা আমাদের নয়। একজন হিন্দু হিন্দু মন নিয়ে ইসলামকে বিচার করতে পারে, বৌদ্ধ বৌদ্ধ মন, ইহুদী ইহুদী মন, খৃস্টান খৃস্টান মন, অজ্ঞেয় মানবতাবাদী উদার সমাজতন্ত্র এবং কম্যুনিস্ট দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের দর্শন দিয়ে ইসলামকে বিচার করতে পারে। নৈতিক মূল্যবোধের ব্যাপারে নিরপেক্ষ হওয়া মনস্তাত্ত্বিক ভাবে অসম্ভব। প্রত্যেকেই তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে অন্যকে বিচার করে থাকে। ইসলামের নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যার সূত্র কোন্‌টি ? সমসাময়িক কালের সর্বশ্রেষ্ঠ মুজাদ্দিদ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওহাব (১৭০৩-১৮৮৭) বিশ্বব্যাপী যে ইসলামী রেনেসাঁর ভিত্তি স্থাপন করেছেন তাই প্রকৃত ভিত্তি। নির্ভেজাল ইসলামের বাস্তবায়নের জন্য তিনি আত্মোৎসর্গ করেছেন। ওহাবী আন্দোলনের নাম শোনার সাথে সাথে যাঁরা প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মান্ধ বলে চীৎকার করে থাকেন তাদের পূর্বসূরী ও উত্তরসূরীদের বুঝা উচিত যে, তারা ডারউইনের বিবর্তনবাদের ওপর ভিত্তিকৃত পশ্চিমী বস্তুবাদী চশমা দিয়ে ইতিহাসকে দেখছেন।

ইসলাম পার্থিব প্রগতি এবং পশ্চাতগতি দিয়ে ইতিহাসের বিচার করে না বরং অতিন্দ্রীয় ভালো এবং মন্দের আলোকে বিচার করে। সত্য অবিনশ্বর, ঐশী এবং চিরন্তন, বিবর্তনবাদী বা মানব রচিত নয়, সময় স্থান বা পরিস্থিতিতে সীমাবদ্ধও নয়। ইতিহাসের কুরআন ভিত্তিক ধারণায় আদম (আ)-ই প্রথম মানুষ এবং সত্যিকার আল্লাহর নবী, নির্ভেজাল একত্ববাদী মুসলমান। ডারউইনের ব্যাখ্যাকৃত ইতিহাস অনুসারে আদম (আ) ছিলেন আধা-বানর গুহায় বসবাসকারী পশুর মত নগ্ন

www.pathagar.com

অসভ্য প্রাণী। বৈপরিত্য এতই সুস্পষ্ট যে, এর কোনো ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই।

আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতা কেন বিশ্বজয় করলো ? আমরা মুসলমানরা ধরে নিয়েছি যে, পরাজিত হওয়ার কারণে আমরা সর্বক্ষেত্রেই নিকৃষ্টতর। যদিও এ মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং বোধগম্য কিন্তু এর সাথে সত্যের কোনো সম্পর্ক নেই। আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতা যে পার্থিব সাফল্য অর্জন করেছে এতে তার সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের কোনো প্রেরণা নেই। কিন্তু সংক্ষিপ্ত সময়ে সর্বোচ্চ ক্ষমতা, সম্পদ, আরাম-আয়েশ ও আনন্দ লাভের অদম্য সংকল্পই তাকে এ সাফল্য এনে দিয়েছে। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য বাকী সবকিছুই বিসর্জন দেয়া হয়েছে। অপর কথায় পশ্চিমা জগত কি চায় তা তারা জানতো এবং তা অর্জনের জন্য কোনো প্রচেষ্টাই তারা বাকী রাখেনি। এর সাথে যুক্ত হয়েছে ভবিষ্যত জয়ের আত্মবিশ্বাস। আমরা মুসলমানরা যদি ইসলামী আদর্শের শ্রেষ্ঠত্বে আত্মবিশ্বাসী হই তা বাস্তবায়নের জন্য এক মন এক ধ্যানে আত্মনিয়োগ করি, কোনো কিছুই আমাদের ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। ইসলাম নয়, আমাদেরকেই পরিবর্তন সাধন করতে হবে। সাবান যেমন কাপড় পরিষ্কার করে আমরা তেমনি অপবিত্র অবস্থায় ইসলামে প্রবেশ করি এবং সুশৃংখল ও পরিষ্কার হয়ে তা থেকে বের হই।

❐

www.pathagar.com

রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ইসলাম বনাম আরববাদ

অনেক সরল প্রাণ কিন্তু ভুল পথে পরিচালিত মুসলমান বিশ্বাস করেন আল্লাহ্ আরবী ভাষায় কুরআন নাযিল করেছেন, হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা (স) এবং তাঁর প্রাথমিক অনুসারীরা ছিলেন আরব, অতএব সমগ্র আরব ঐতিহ্য ইসলামী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। শত শত বছর ধরে মুসলমানরা এ বংশসূত্রে গর্ববোধ করে আসছেন অথচ তারা ভুলে যান যে, ইসলামের সবচেয়ে বড় শত্রু আবু জাহেল, আবু লাহাব, মহানবীর খুবই নিকটতম আত্মীয় ছিলেন। সরল প্রাণ মুসলমানরা আরব জাতীয়তাবাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে চিন্তা করে থাকেন, আরবই হচ্ছে দারুল ইসলামের প্রাণকেন্দ্র অতএব পর্যায়ক্রমিক মুসলিম ঐক্যের জন্য আরবদের সংহতি সংগ্রাম অপরিহার্য। তাদের মতে আরব জাতীয়তাবাদ বিদেশী প্রভুত্বের বিরুদ্ধে আরবদের বিদ্রোহ প্রকাশ করে। এসব সরল প্রাণ লোকেরা যদি আরবদের সূত্রপাত, ইতিহাস এবং আদর্শ সম্পর্কে অবহিত হতেন তাহলে কখনো তাকে ইসলামের সাথে গোঁজামিল দেয়ার কথা ভাবতে হতো না।

বর্ণ, ভাষা, গোত্র এবং স্বদেশিকতার শ্লোগান আরব জাতীয়তাবাদ হাজার হাজার বছর আগে প্রাগ-ইসলামী আরবে জন্ম নেয়। যখন কুরআন এবং মহানবী (স)-এর শিক্ষায় খুবই জোর দেয়া হলো যে, ঈমানদাররা বর্ণ, ভাষা, জন্মসূত্র নির্বিশেষে একে অপরের ভাই তখন তারা খুব আন্তরিকতার সাথে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলেন। ইসলামের শিক্ষা হচ্ছে

www.pathagar.com

প্রতিটি মানুষকে তার কাজের হিসেব আল্লাহ্‌র কাছে দিতে হবে। অপরদিকে আরবদের শিক্ষা ছিল তার জবাব দিতে হবে গোত্র প্রধানের কাছে। তার নিজের গোত্রের বাইরে যে কোনো নিষ্ঠুর আচরণের অনুমতি ছিল। প্রাচীন আরবদের সত্যিকার কোনো ধর্ম ছিল না। আধুনিক ইউরোপীয় ও মার্কিনদের মতো তারা পুরোপুরি বস্তুবাদী ছিল। রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্মের প্রায় একশত বছর আগের একটি কবিতায় পার্থিব জীবনের যে বর্ণনা দেয়া হয়েছে তার মূল বক্তব্য হচ্ছে—সুস্বাদু খাদ্য, সুপেয় পানীয়, সুন্দরী নারী, আরাম-আয়েশের জীবনই মানুষের একমাত্র কাম্য। জীবন সংক্ষিপ্ত বা দীর্ঘ হোক মৃত্যু অনিবার্য। অতএব যেটুকু সময় হাতে পাওয়া যায় তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা দরকার। আরবী সাহিত্যের সবচেয়ে উচ্চ প্রশংসিত কবিতা হচ্ছে ইমরুল কায়েসের The golden ode' নবীর জন্মের প্রায় অর্ধশতাব্দী আগে এটি রচিত হয়। মোয়াল্লাকাত কবিতায় কবি তার চাচাতো বোনের সাথে তার অবৈধ সম্পর্কের যে বিবরণ দিয়েছেন তার মধ্যে দৈহিক সংসর্গ, যৌন সম্ভোগ, রূপের বর্ণনা, সঙ্গমের আগে ও পরের অনুভূতি, তার প্রতি চাচাতো বোনের আচরণ প্রভৃতি ইনিয়ে বিনিয়ে তুলে ধরা হয়েছে।

এভাবে প্রাক ইসলামী আরবী সভ্যতার এবং সংস্কৃতি ভোগবাদী ও বস্তুবাদী দর্শনে আকীর্ণ ছিল। আব্বাসীয় এবং উমাইয়া শাসনামলেও এসব অনিষ্টকর জিনিসের প্রাধান্য বিরাজিত ছিল। অপরদিকে প্রাক ইসলামী আরবদের সারল্য, মনুষ্যত্ব, সাহস এবং কঠোর পরিশ্রমের দিকটি সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যাত হয়। ৮১০ খৃস্টাব্দে আবু নুয়াসের কবিতায় তার জন্মস্থান বাগদাদের যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে তাতে ভোগ বিলাস এবং আরাম-আয়েশের কথা ছাড়া আর কিছুই নেই।

www.pathagar.com

ইসলামের আবির্ভাবের শত বছর পরও জাহেলিয়াত বা অন্ধকার আরব যুগের আচার-প্রথার প্রাধান্য বিরাজিত ছিল। প্রাক ইসলামী আরব যুগের ক্লাসিক্যাল কবিতার যুগের পর আরেকজন কবি খুবই সুখ্যাতি অর্জন করেন। তিনি হচ্ছেন আবু তৈয়ব আল মুতানব্বী। তাঁর নামের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে ভূয়া নবী। আর কবিতায় তিনি প্রাক ইসলামী আরব পূর্বসূরীদের আদর্শকে সমুন্নত করেন। আরবী সাহিত্যের অপর খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব সিরিয়ার অন্ধ কবি আবুল আ'লা মারী (৯৭৩-১০৫৭)। তিনি তার 'লুজুমিয়াত' কবিতায় নাস্তিকতার প্রচার করেন।

এসব কবিরা তাদের কাব্যের মধ্য দিয়ে যে ভাব প্রকাশ করেছেন তা আরবী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইসলামের বিশ্বাস এবং ইসলামী ধ্যান-ধারণার সাথে এসবের কোনো সঙ্গতি নেই। পাঠক আরব সংস্কৃতির আবরণে আরব জাতীয়তার কিছুটা পরিচয় পেলেন। আমরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করবো। অনেকে জেনে আশ্চর্যান্বিত হবেন যে, মার্কিন প্রটেস্ট্যান্ট মিশনারীদের সরাসরি প্রভাব ও পৃষ্ঠপোষকতায় লেবাননে প্রথম আরব জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে। আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা ছিলেন দু'জন খৃস্টান পণ্ডিত Nasif Yazeji (১৮০০-১৮৭১)। Utrus Bbustani (১৮১৯-১৮৮৩) তাদের নীতিবাক্য ছিল দেশপ্রেম ঈমানের একটি অঙ্গ। পশ্চিমা পাণ্ডিত্যের চশমায় আরব ইতিহাস অধ্যয়ন করে তারা সিদ্ধান্তে পৌছেন যে, আরবী সভ্যতার উপকরণ ইসলামের অধীন নয়। তারা আরব প্রেমের মাহাত্ম্য প্রচারমূলক কবিতার দ্বারা তুর্কী শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের উত্তেজিত করেন।

২—

www.pathagar.com

বৈরুতের মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ে আরব জাতীয়তাবাদী আন্দোলন চূড়ান্ত শক্তি লাভ করে। ১৮৬৬ সালে মিশনারী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রথম দিকে সিরীয়া প্রটেস্ট্যান্ট কলেজ নামে পরিচিত এ কলেজের প্রভাব শীঘ্রই সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে অনুভূত হয়। বৈরুত বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামের শত্রু সৃষ্টির ব্যাপারে বিশেষ স্বাতন্ত্রের দাবী করতে পারে। খুবই চাতুর্যের সাথে মুসলমান ছাত্রদের বিভিন্ন পাঠ্যক্রম এবং পাঠ্য বহির্ভূত কাজের মাধ্যমে ইসলামের আচার-অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে মানসিকভাবে গড়ে তোলা হয়। ইসলাম বিরোধী প্রচারণা এতই শক্তিশালী ছিল যে, অধিকাংশ ছাত্রই ইসলামের আচার-অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করে। সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার হচ্ছে এসব ব্যক্তিরাই বংশ পরম্পরায় আরব বিশ্বের নেতৃত্ব লাভ করে।

প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে মিসর এর দ্বারা মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হয়। কারণ তুর্কি অত্যাচারে বহু খৃষ্টান এবং মুসলমান গ্রাজুয়েট সেখানে আশ্রয় নেয়। খেদিব ইসমাইল তাদের স্বাগত জানান। তার নীতিবাক্য, 'মিসর ইউরোপের একটি অংশ'।

মিসরে প্রথম যিনি জাতীয়তাবাদের সংগ্রাম করেন তিনি হচ্ছেন লুৎফী আস্‌সাঈদ। শিষ্যদের কাছে তিনি ছিলেন জেনারেশনের শিক্ষক। তিনি ফিরাউনের কাছ থেকে সাংস্কৃতিক প্রেরণা লাভের জন্য তার দেশবাসীর প্রতি আহবান জানান। তিনি বলেন, প্যান ইসলামের জন্য আমাদের কোনো সাহানুভূতি নেই, কারণ এটা ধর্ম এবং আমাদের বিশ্বাস জাতীয়তা ও প্রগতিই আমাদের রাজনৈতিক পদক্ষেপের পথ নির্দেশিকা। লুৎফী আস্‌সাঈদের একজন খ্যাতনামা সহকর্মী হচ্ছেন সাদ জগলুল। তার সময়ই মিসরের রাজনীতি থেকে

www.pathagar.com

ইসলামের সর্বশেষ প্রভাব বিতাড়িত হয়। তার নীতিবাক্য ছিলো—"ধর্ম আল্লাহর জন্য এবং দেশ জনগণের জন্য।" আজ পর্যন্ত তিনি আরব জাতীয়তাবাদের গুরু হয়ে আছেন। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে মুসলমানদের উচিত আরব জাতীয়তাবাদের সমর্থন করা, এ মনোভাব প্রচার প্রতারণামূলক ভ্রান্তি। আরব বিশ্বের সাম্প্রতিক ইতিহাসের সতর্ক পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে তারা সাম্রাজ্যাবাদের বিরোধিতার পরিবর্তে তাকে উৎসাহিত করার জন্যই সবকিছু করেছেন।

ফিলিস্তিনের দুঃখজনক ঘটনা শুধু আরবদের ক্ষতিমাত্র নয় বরং সমগ্র মুসলিম বিশ্বের জন্য একটা দুর্যোগ। জাতীয়তাবাদীরা ফিলিস্তিনে আরব অধিকারের মুখ্য রক্ষাকর্তা হিসেবে নিজেদেরকে তুলে ধরে সকল মুসলমানের কাছ থেকে ব্যাপক সহানুভূতি পেয়েছে। অন্যান্য বিষয় বাদ দিয়ে তারা কেবল এ বিষয়ে বহু গ্রন্থ লিখেছেন এবং বক্তৃতা দিয়েছেন। কিন্তু আমরা কি দেখি ? ইংরেজদের কাছে যেমন ইংল্যান্ড ঠিক তেমনি ইহুদীদের কাছে ফিলিস্তিনকে গড়ে তুলতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ Chaim Weimann এবং অন্যান্য শীর্ষ স্থানীয় নেতার সাথে আমীর ফয়সল আপোষ আলোচনা করেছেন। পরবর্তী দশকে ইহুদীরা ক্রমেই শক্তিশালী হয়েছে। তবে তার মতো অনেক আরবই ইহুদীদের কাছে জমি বিক্রি করে প্রচুর অর্থের মালিক হয়েছেন। ১৯৪৯ সালের অক্টোবরে ওয়াশিংটনে সিরিয়ার সাবেক মন্ত্রী এবং সিরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর Dr. Zurayk The meaning of disaster নামে ফিলিস্তিন সম্পর্কে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তিনি লিখেন ইসরাঈলের ইহুদীরা বর্তমানে বাস করছে, ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আছে আর আমরা আরবরা এখনও অতীতের স্বপ্ন দেখছি। আরবদের চিন্তা ও

www.pathagar.com

কাজে বিপ্লব সাধন করে নতুন সমাজ গঠন করতে হবে। এ সমাজকে হতে হবে গণতান্ত্রিক সর্বোপরি প্রগতি-মনা। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য—

এক ঃ রাষ্ট্রে থেকে ইসলামের প্রভাব সম্পূর্ণ নির্মূল করতে হবে।

দুই ঃ শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রয়োগিক ও পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে।

তিন ঃ আধ্যাত্মিক, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং পশ্চিমা সভ্যতার বস্তুগত দিকের প্রতি উদার-মনা হতে হবে।

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, ইহুদীদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য জাতীয়তাবাদীরা ইহুদীদের অনুসারী হওয়া অপরিহার্য মনে করতেন। যারা আধুনিক আরব জাতীয়তাবাদ ও ইসলামের মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখেন না তাদের জন্য কিছু বক্তব্য তুলে ধরা হলো। আরবী ভাষা প্রসঙ্গে 'বুলেটিন অফ দি ইজিপশিয়ান এডুকেশন ব্যুরো' পত্রিকার ১৯৪৭ সালের মে সংখ্যায় The teaching of Arabic শিরোনামে আহমদ খাকী লিখেন–মিসরের কথিত আরবী, আঞ্চলিক আরবী এবং কুরআনের ক্লাসিক্যাল আরবীর মধ্যে বিরাট ব্যাবধান বিরাজ মান। আমাদের অধিকাংশ শিশুই চিন্তা ও কথা বলে একভাবে এবং শিখে অন্যভাবে। যদিও ভাষায় দুটি ধারার মধ্যে একই শব্দ রয়েছে, লিখিত ভাষার জন্য ব্যাকরণের যে নীতি অনুসৃত হয় তাতে অনেক শব্দের রূপ পরিবর্তন ও অবস্থানের পরিবর্তন প্রয়োজন। না হয় ১০ বছরের আরব বালকের জন্যে কুরআনের ভাষা অবোধগম্য থেকে যাবে।

www.pathagar.com

যতদিন বাড়ীতে কথিত আরবী ভাষা আঞ্চলিক থাকবে এবং যতদিন স্কুলের পাঠ্যক্রমের অধিকাংশ ভাষা এই আরবী থাকবে ততদিন এটাই প্রধান জীবন্ত ভাষা। কুরআনের ক্লাসিক্যাল ভাষা বিশ্বাস হিসেবেই থেকে যাবে। আমাদের যুবকরা এ ধরনের বিলাস বরদাশত করবে না এবং এটা যদি তাদের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেয়া হয় এটাতে পাণ্ডিত্য অর্জিত হল কি না সে পরোয়া তারা করবে না।

The Ideas of Arab Nationalism গ্রন্থে জর্দানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী Hassem Zaki Nuseibah বলেছেন— 'আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষতার' আলোকে একটি জাতি হিসেবে আরবদেরকে প্রথম থেকে শুরু করতে হবে। বস্তুত তাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে একজন আরবের কাছে ধর্মই যখন জীবনের ভিত্তি হয় তখন ভালো ব্যবহারের গুণাগুণ ও মাপকাঠি নির্ধারিত থাকে। এ মাপকাঠি সকল সময় এবং সব জায়গায় গৃহিত হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা হয়েছে—ধর্মনিরপেক্ষ ভিত্তির কারণে ইসলামের ঐতিহাসিক ঐতিহ্য উমাইয়া শাসনকে সার্বজনীনভাবে নিন্দা করা হয়ে থাকে। এসব ইতিহাসের অধিকাংশই আব্বাসীয় যুগে লেখা হয়েছে ; ফলে পক্ষপাতিত্ব এড়ানো সম্ভব হয়নি। অবশ্য এতেও সন্দেহের অবকাশ নেই যে, ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যাপারে বাড়াবাড়ির কারণে উমাইয়ারা সাধারণ মুসলমানদের বিরাগভাজন হন।

একজন আধুনিক আরব জাতীয়তাবাদীকে উমাইয়াদের প্রতি তার পূর্বপুরুষদের দেয়া রায়কে পুনঃব্যাখ্যা ও পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে। আধুনিক জাতীয়তাবাদী ধ্যান-ধারণায় উমাইয়াদের ধর্মনিরপেক্ষ কাজের প্রশংসা করতে হবে যা এক

www.pathagar.com

সময় নিন্দিত হয়েছিলো। উমাইয়াদের পতনের সাথে সাথে আরবদের ভ্যাগ্যের বিপর্যয় ঘটেছে (পৃ ঃ ৬১-৬২) National consciwusness গ্রন্থে Dr. Zurayk ইসলামের ইতিহাসকে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কিভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিতে ঃ "মুহাম্মাদ (স) শুধু আরবদের নবী ছিলেন না বরং আরব ঐক্যের স্থপতি ছিলেন।" কেউ কেউ বলতে পারেন তখন ধর্মীয় বন্ধন জাতি বন্ধনের চাইতে শক্তিশালী ছিল এবং ইসলাম আরববাদের চাইতে জোরদার ছিল। এর উত্তর হচ্ছে মধ্যযুগে এর বিপরীত হওয়া সম্ভব ছিল না এবং এটা ইসলামিক প্রাচ্য ও খৃস্টীয় পাশ্চাত্যের বেলায় একইভাবে সত্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইসলামের ইতিহাসের প্রথম দিকে আমরা আরবদের মধ্যে বেশ সচেতনতা দেখতে পাই, যখন ধর্মীয় আবেগ খুবই উত্তপ্ত ছিল। মুসলমানরা অনারব খৃস্টানদের চাইতে আরব খৃস্টানদের প্রতি অনেক উদার ছিলেন এবং কিছু আরব খৃস্টান প্রথম দিকে মুসলমানদের পাশাপাশি ধর্ম প্রচার করেছেন।

আরব গোত্রের সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার পর এ আরব সচেতনতা আরো বৃদ্ধি পায়। ফার্সী, তুর্কী এবং অন্যান্যদের হামলার মোকাবেলায় এ ভাব আরো জোরদার হয়। এ ভাব আজ পর্যন্ত জোরদার হচ্ছে জাতীয়তাবাদের বন্ধন অন্য সকল বন্ধনের চাইতে শক্তিশালী-(পৃঃ ১২৮-১৩২)।

এর ফলে আমরা দেখি প্রেসিডেন্ট জামাল আবদুন নাসের মিসরের কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করে আসওয়ার বাঁধের ফলে সৃষ্ট পানিস্ফীতি থেকে প্রাক-ইসলাম আরবদের মন্দির এবং মূর্তি রক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। তিনি সব সময় ফিরাউনের গুণকীর্তন করে গান গাইতেন এবং তাকে আরবদের গৌরব বলে

www.pathagar.com

আখ্যায়িত করেন। কায়রোতে বিরাট মূর্তিস্থাপন করে তার স্মৃতি রক্ষা করা হয়েছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে আমরা নির্ভয়ে বলতে পারি আরব প্রত্নতত্ত্ববিদরা শীঘ্রই আরব ঐতিহ্য বৃদ্ধির জন্য বালি খনন শুরু করবেন। তারা কি পাবেন বলে মনে করেন ! হুব্বাল, আললাত, আল মানাত, আল উয্যা !! হ্যাঁ এসব মূর্তি পুনরায় কা'বা গৃহে স্থাপিত হবে এবং তখন হজ্জের প্রধান বৈশিষ্ট হবে আবু জাহেল ও আবু লাহাবের প্রশংসা কীর্তন করে কে কত সুন্দর কবিতা লিখতে পারে। এ হবে জাতীয়তাবাদীদের প্রতিযোগিতা।

এ বিপর্যয় প্রতিরোধের জন্য আরব মুসলমানদেরকে সজাগ হতে হবে এবং নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ নিতে হবে ঃ

এক ঃ ডঃ সাইদ রমযানের নেতৃত্বে আল ইখওয়ানুল মুসলিমুন-এর পুনরুজ্জীবনের জন্য পূর্ণ সমর্থন ও আর্থিক সহযোগিতা দিতে হবে। মুসলিম ভ্রাতৃসংঘই আরবে একমাত্র আন্দোলন যা নির্ভেজাল ইসলামের প্রচার করছে এবং জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতিরোধ করতে সক্ষম। বিশ্বের অন্যান্য জায়গার মুসলমানদেরও ইখওয়ানের পুনরুজ্জীবনের জন্য মিসরের ওপর চাপ সৃষ্টি করা উচিত।

দুই ঃ আরবের ভবিষ্যত বংশধরদেরকে এটা বুঝাতে হবে যে, আরব জাতীয়তাবাদের শ্লোগান খৃস্টান মিশনারী, ইহুদীবাদ এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্ত। আরবদেরকে ইসলামী বিশ্ব থেকে দূরে সরানোই এ চক্রান্তের একমাত্র লক্ষ্য।

তিন ঃ আরব নেতাদেরকেও বুঝাতে হবে যে, জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র বা মার্কসবাদ নয় বরং ইসলামই আরব ঐক্য সংহত করতে পারে। বিশ্বের মুসলমানদের সাথে ঐতিহাসিক,

www.pathagar.com

সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় ঐক্য পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য শিক্ষাব্যবস্থা ও গণ-সংযোগ মাধ্যমের সাহায্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

চার ঃ আরব যুবকদেরকে বুঝাতে হবে যে, ফিলিস্তিন সমস্যা কেবল আরবদের নয় বরং সমগ্র মুসলিম বিশ্বের উদ্বেগের কারণ। ইহুদীবাদের বিরুদ্ধে বিলম্ব ছাড়াই সর্বাত্মক জিহাদ শুরু করতে হবে। মুসলিম ভ্রাতৃসংঘের নেতৃত্বে সমগ্র বিশ্বের মুসলমান যুবকদেরকে নিয়ে আন্তর্জাতিক বাহিনী গঠন করতে হবে।

পাঁচ ঃ এ ব্যাপারে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে খালদুনের (১৩৩২-১৪০৬) মন্তব্যের প্রতি আমি আরবদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি—নবীর ঐশীবাণী ছাড়া রাজনৈতিক ঐক্য ও স্থায়িত্ব অর্জনে আরবরা অক্ষম। কারণ চারিত্রিক কঠোরতা, গর্ব, বর্বরতা এবং রাজনৈতিক ব্যাপারে পরস্পরের প্রতিহিংসা তাদের মজ্জাগত। ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষার ঐক্য ছাড়া এগুলো দূরীভূত হওয়া খুবই কষ্টকর। নবীর ধর্মই তাদের রুক্ষতা ও প্রতিহিংসাকে দমন করতে পারে। কারণ এ ধর্মই তাদেরকে বর্বর জাতি থেকে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত করেছে। তাদের মধ্যে এমন ব্যক্তির আবির্ভাব হওয়া উচিত যিনি তাদেরকে সত্যের দিকে আহবান জানাবেন, অসত্য থেকে বিরত রাখবেন। তবেই তারা ঐক্যবদ্ধ হতে পারবে এবং নেতৃত্ব দান করতে পারবে। (মুকাদ্দীমা)

সমাপ্ত

www.pathagar.com

আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১

বিক্রয় কেন্দ্র

৪৩৫/২-এ, বড় মগবাজার,
(ওয়ারলেস রেলগেট)
ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৯৩৩৯৪৪২

১০, আদর্শ পুস্তক বিপণী
বায়তুল মোকাররম, ঢাকা।

www.pathagar.com